রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন

আরআরএফ কণ্ঠ-৮

জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০১৭

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও আমাদের অঙ্গীকার

এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ যে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছে তা এসডিজি অর্জনে আমাদের অনেকটাই আত্ম-বিশ্বাসী করে তুলবে। বিগত এমডিজি অর্জনের আলোকে আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে কাজ করার দক্ষতা ও আত্ম-বিশ্বাস ইতোমধ্যে অর্জন করেছি। উন্নয়নের হাজারও ইতিকতা আমাদের সাফল্যের ভান্ডারে রয়েছে যা দেশে বিদেশে প্রসংশিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্বীকৃতিও মিলেছে। তবে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা ও আরও বেগবান করা অতীব জরুরী। যেমন যদি দারিদ্র্যের কথাই বলি, গত ছয় বছরে সার্বিক দারিদ্যের হার ৩১ শতাংশ থেকে কমে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ হয়েছে। অতি দারিদ্যের হারও ১২ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে। তারপরও স্বীকার হবে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে দেশের বড় একটি অংশ যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। তাছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে। সরকার ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ এই ইস্যুতে ইতোমধ্যে নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষিতেও এসেছে বৈপ্লবিক গুনগত পরিবর্তন, ১৬০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে আমাদের দেশের কৃষকরা খাদ্যের সংস্থান করছে। প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অর্জন হলেও এখনও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়নের দাবী রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও গুনগত মান উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। স্বাস্থ্যখাতে সরকারের কমিউনিটি কিনিক একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা স্বাস্থ্যসেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে। নারীর ক্ষমতায়নে সরকারী নিরলস প্রচেষ্টা ও এনজিওদের নানামূখী প্রয়াস আমাদের আশান্বিত করছে। এখন দরকার একটি সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা, নিশ্চিত করতে হবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা।

এসডিজি অর্জনে সরকারের নানামূখী পদক্ষেপের সাথে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করি, পাশাপাশি বিশ্বাস করি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সরকার ও এনজিও যদি ঐকতানের ভিত্তিতে অর্থাৎ পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে তাহলে এই লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত না হলেও একটি সুদুরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনবে। রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন; একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি এসডিজি অর্জনে স্বল্প পরিসরে হলেও অত্যন্ত কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু, কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন, জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে নিরলসভাবে কাজ করে যা'ছে। বাংলাদেশ অচিরেই একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে- এটাই আমাদের অঙ্গীকার। উন্নয়নের এক সক্রিয় অংশীদার হিসাবে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

ফিলিপ বিশ্বাস
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, আরআরএফ

ঋণ কার্যক্রমের বাজেট পর্যালোচনা ও নতুন বাজেট উম্মোচন ২০১৭-১৮ কর্মশালা

বর্তমানে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন দেশের ২২ টি জেলায় মাইক্রোফাইনান্স কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংস্থার ১৫২ টি ব্রাঞ্চ অফিস রয়েছে। কার্যক্রমের সকল শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও সহকারী পরিচালকদের উপস্থিতিতে বিগত ০৭-০৮ জুলাই, ২০১৭ তারিখে যশোর জেলার রামনগরস্থ সংস্থার নিজস্ব ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট অর্জন পর্যালোচনা ও নতুন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট উম্মোচন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালার প্রথম দিন প্রতিটি শাখা ব্যবস্থাপক বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা উপস্থাপন করেন এবং ২য় দিন নতুন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট উম্মোচন করা হয় এবং বিগত অর্থ বছরের কার্যক্রমের সংখ্যাগত ও গুনগত অবস্থার প্রেক্ষিতে নতুন অর্থবছরে করনীয় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ মহা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবুল কাশেম দুই দিন ব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন ও করনীয় দিকগুলো আলোকপাত করেন। কার্যক্রমটি অত্যন্ত ফলপ্রসুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস সার্বক্ষনিকভাবে উপস্থিত ছিলেন ও কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারপার্সন জনাব মীর রওশন আলী মনা, উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব পিংকু রীতা বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটির সার্বিক আয়োজন ও সঞ্চালনা করেন সংস্থার মাইক্রোফাইনান্সের পরিচালক জনাব পঙ্কজ কুমার সরকার। তাছাড়া সংস্থার সকল বিভাগ ও কার্যক্রম প্রধানগণ উপস্থিত হয়ে কর্মশালাটিকে সাফল্যমন্ডিত করেন।

এক নজরে ঋণ কার্যক্রম (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

ব্রাঞ্চের সংখ্যা	১৫২ টি
জেলা	২২ টি
উপজেলা	১০১ টি
স্টাফ সংখ্যা	১২৩৩ জন
সমিতি সংখ্যা	১০৩৮১ টি
সদস্য সংখ্যা	২০৫০১২ জন
ঋনী সংখ্যা	১৫৩৯৮১ জন
সঞ্চয় স্থিতি	১০৪৩৭২৩৪৪৫ টাকা
ঋণ স্থিতি	৩৫৯৮৭৮৮১১৩ টাকা

সংস্থার সাধারণ পর্ষদে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট প্রকাশ করেছে অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বাজেট অধিবেশনে আরআরএফ এর সভাপতি মীর ওশন আলী মনা, নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ বিশ্বাস ও উপ-নির্বাহী পরিচালক পিংকু রীতা বিশ্বাস ও সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

সংস্থার অর্থ ও হিসাব বিভাগ গত ২০ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট অধিবেশনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ১৫০০০ মিলিয়ন টাকার নতুন বাজেট উপস্থাপন করেছে। সংস্থার কার্যকরী পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ বাজেট অধিবেশনে যোগ দেন এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করেন। সংস্থার অর্থ ও হিসাব বিভাগ এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ এই বাজেট প্রণয়নে নেতৃত্ব দেয়। আরআরএফ এর সম্মানিত চেয়ারপার্সন মীর রওশন আলী মনার সভাপতিত্বে আয়োজতি বাজেট অধিবেশনে বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক জনাব অরুন কুমার বিশ্বাস। বাজেট অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস, তিনি মূলতঃ এই বাজেট অধিবেশনের সার্বিক সঞ্চালনা করেন। কার্যকরী ও সাধারণ পরিষদের সদস্য ছাড়াও সংস্থার উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব পিংকু রীতা বিশ্বাস এবং সংস্থার সকল বিভাগ ও কার্যক্রম প্রধানগণ বাজেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরন

রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন ২০১৩ সালের ২৩শে অক্টোবর হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমাজের হতদরিদ্র মানুষ এবং এলজিইডি (আরইআরএমপি-২) তালিকা ভুক্ত সদস্য, তাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আয় বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহন করেছে। চলতি ২০১৭ সালে ৯০ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে ৩০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। গত ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ মাসে বাঘারপাড়া উপজেলায় প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন বাঘারপাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব আজিজুননাহার।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন বাঘারপাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব আজিজুননাহার।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পূনর্বাসন

রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচীর আওতায় অত্র ইউনিয়নে বাছাইকৃত ০২ জন ভিক্ষুককে পুর্নবাসন করে তাদেরকে সমাজের স্বাভাবিক স্রোত ধারায় ফিরিয়ে এনেছে। জীবনযাত্রা নির্বাহ করা একটি উদ্দেশ্য এবং সাথে সাথে এদেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আরআরএফ-এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের একটি মহতী উদ্যোগ।

ছাগল বিতরণ করছেন সংস্থার সহকারী নির্বাহী পরিচালক জনাব এ্যান্টনী বিশ্বাস ও ইনচার্জ-প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ আরআরএফ জনাব ম্যানিলা বিশ্বাস

এছাড়াও এই প্রকল্পে উক্ত ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরী প্রশিক্ষণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, সম্পদ সৃষ্টি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, স্যানিটেশন, জীবিকা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

পিকেএসএফ এর কর্মকর্তার ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন

আরআরএফ এর সমিতি পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মোঃ রুহুল আমীন এবং আরআরএফ এর মাইক্রোফাইনান্স এর পরিচালক জনাব পঙ্কজ কুমার সরকার।

বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) মোঃ রুহুল আমীন আরআরএফ এর ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি যশোর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকা- গদখালী, ঝিকরগাছা, পাইকগাছা, চুকনগরসহ আরআরএফ এর বিভিন্ন কর্ম এলাকায় ঋণ কার্যক্রমের সমিতি পরিদর্শন করেন ও সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি তিনি সদস্যদের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সাথে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মাইক্রোফাইনান্স কার্যক্রমের পরিচালক জনাব পঙ্কজ কুমার সরকার।

আরআরএফ লবনাক্ত এলাকায় সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপন করেছে

বাগেরহাট জেলার রামপাল ও মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় যেখানে সুপেয় পানির অভাব প্রকট সেই সকল এলাকায় আরআরএফ পিকেএসএফ- এর সহযোগীতায় LIFT প্রকল্পের আওতায় ২টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প (সিসিসিপি) এর আওতায় ৫টিসহ মোট ৭টি পানির প্লান্ট স্থাপন করেছে। এই প্লান্টগুলোর মাধ্যমে ভুগর্ভস্থ পানিকে রিভার্স ওসমোসিস প্রক্রিয়ায় খাবার উপযোগী সুপেয় পানিতে রূপান্তরিত করে স্থানীয় বাসিন্দাদের অতি স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এই পানি বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪ হাজার পরিবার ও স্থানীয় নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে খাবার পানি বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রকল্প পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ড. জসিম উদ্দীন (সর্বডানে সানগ্লাস পরিহিত)

ব্লু-অরচার্ড আরআরএফ-কে ঋণ সহায়তা দিবে

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ব্লু-অরচার্ড প্রতিনিধিদের সাথে আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ বিশ্বাস

গত ৩১ জুলাই, ২০১৭ তারিখে জেনেভা ভিত্তিক একটি ঋণ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্লু অরচার্ড ফাইনান্স লিমিটেড এর একটি প্রতিনিধি দল রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন এর প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সুইজারল্যান্ডের এই প্রতিষ্ঠান ব্লু অরচার্ড মূলত দক্ষিন এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। আরআরএফ এর ঋণ প্রাপ্তির আবেদনের ভিত্তিতে এই প্রতিনিধি দল সরেজমিনে সংস্থার চলমান মাইক্রোফাইনান্স প্রোগ্রাম, প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম, তথ্য ব্যবস্থাপনা, অডিট ও মনিটরিং কাঠামো, সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো, আর্থিক ও পরিচালন সক্ষমতা, হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনসহ ইত্যাদি বিষয় ও তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন টুলস এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করেন। সন্তোষজনক মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্লু-অরচার্ড কর্তৃপক্ষ আরআরএফ-কে প্রাথমিকভাবে ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে। এমআরএ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে আরআরএফ এই ঋণ সংস্থার চলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। ব্লু অরচার্ডের এই এ্যাসাইনমেন্টটি সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ বিশ্বাস। ব্লু অরচার্ডের সফরকারী পরিদর্শন দলে প্রতিনিধি হিসাবে জনাব উরমাত ইমান কুলভ (সিনিয়র ইনভেস্টমেন্ট অফিসার, ব্লু অরচার্ড ফাইনান্স লিমিটেড) এবং নিকোলাস গেনডলফো (ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রিজিওনাল ম্যানেজার এশিয়া, ব্লু অরচার্ড ফাইনান্স লিমিটেড) ও লুকরেটিয়া ল্যান্ডমান আরআরএফ এ পরিদর্শন কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন।

লীড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় আরআরএফ Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় "উন্নত পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন কর্মকান্ড বিষয়ক উপ- প্রকল্পের লীড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনের আলোকে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ, চিংড়ি পিএল ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, দলীয় সুশাসন উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার ইত্যাদি বিষয়ক ০৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষন গত ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সময়কালে যশোরে অবস্থিত আরআরএফ ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার এ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর এবং অভয়নগর উপজেলার প্রকল্পের ৩০০০ উপকারভোগীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত ২৫ জন লীড ফার্মার এতে অংশগ্রহন করেন। আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস প্রশিক্ষনের শুভ উদ্বোধন করেন এবং প্রশিক্ষনের সার্বিক সমন্বয়সাধন করেন আরআরএফ এর কৃষি বিভাগের সহকারী পরিচালক (কৃষি) ও প্রকল্পের সমন্বয়কারী কৃষিবিদ শাহনাজ বেগম। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে মৎস চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে চাষীদের উপকরণ বিতরণ করেন আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস

SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান বিষয়ক সমাবেশ

বিগত ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে যশোরস্থ আরআরএফ প্রধান কার্যালয়ে SEIP প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান বিষয়ক এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে আরআরএফ পিকেএসএফ-এর সহযোগীতায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন ট্রেডে ৩মাস ও ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষনপ্রাপ্তদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরীতে আরআরএফ স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন চাকুরীদাতা বেসরকারী, প্রাইভেট ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপস্থিতিতে একটি বিশেষ সমাবেশ আয়োজন করে। উল্লেখ্য এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন SEIP প্রকল্পের উপ-নির্বাহী পরিচালক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ কামাল হোসেন। সমাবেশে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক যশোর জনাব ডঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, পিকেএসএফ এর সম্মানিত সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জিতেন্দ্র কুমার রায়। সংস্থার পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস।

আরআরএফ এর সম্মেলন কক্ষে কর্মসংস্থান সমাবেশে উপস্থিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ কামাল হোসেন এবং জেলা প্রশাসক যশোর ড. মোঃ হুমায়ুন কবির

পিকেএসএফ এর সহায়তায় আরআরএফ টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন করবে

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিস্যু কালচার ল্যাব পরিদর্শন করছেন আরআরএফ এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব পিংকু রীতা বিশ্বাস ও ড. জামাল উদ্দীন (প্রফেসর, হর্টিকালচার বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় আরআরএফ যশোর জেলায় নিজস্ব জায়গায় টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন করতে যাচ্ছে। এই মর্মে ইতোমধ্যে বিগত সেপ্টেম্বর ১৭ মাসে পিকেএসএফ ও আরআরএফ এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের ১৫০০০-২০০০০ কৃষক যারা সরাসরি ফুল চাষের সাথে জড়িত তারাই মূলত এই ল্যাব থেকে জীবানুমুক্ত চারা সংগ্রহ করে ফুলের উৎপাদন ৪০% বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ ৩০% হ্রাস করতে সমর্থ হবেন অর্থাৎ চাষিরা আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হবেন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এই ল্যাব থেকে প্রতি বছর ২ লক্ষ চারা তৈরী করে ১০০ জন ফুল চাষিকে গুনগত মানসম্পন্ন চারা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এর ফলে যে ফুল উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য হবে ১৬ কোটি টাকা।

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় শুরু হলো প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত কার্যক্রম

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নের সবকটি গ্রামের ৬০ উর্ধ্ব নারী-পুরুষ তথা প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" কর্মসূচি বিগত জুলাই-২০১৭ মাস থেকে শুরু হয়েছে। রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন এই কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইউনিয়নব্যাপী জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে ৭৩৯ জন প্রবীন মানুষকে তালিকাভূক্ত করেছে। এই জনগোষ্ঠীর মানবিক মর্যাদা তথা তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নানাবিধ কর্মকান্ড ও সহযোগীতা প্রদান করা হবে। বয়স্ক মানুষদের জন্য স্থানীয়ভাবে একটি বিনোদন কেন্দ্র যেখানে নানাবিধ খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণ নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি তাদের বয়স্ক ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা, ফিজিও থেরাপী, ছাতা ও কম্বল বিতরণসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হবে।

পাইকগাছা উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নের তালিকাভূক্ত প্রবীণ নারী ও পুরুষগণ

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার ২০১৭ উদযাপন

তথ্য মেলা ২০১৭ তে আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক ও উপ-নির্বাহী পরিচালক

জেলা প্রশাসন যশোর এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) যশোর এর সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৭ উপলক্ষে যশোর কালেক্টরেট চত্বরে বিগত ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে দুই দিন ব্যাপী এক তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তথ্য মেলায় রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশনসহ যশোর জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ স্টলের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও তথ্য প্রাপ্তির বিষয়গুলো কিভাবে জনসাধারনের কাছে সহজলভ্য হবে তা বিভিন্ন উপকরনের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফিলিপ বিশ্বাস এবং উপ-নির্বাহী পরিচালক পিংকু রীতা বিশ্বাস আরআরএফ এর ষ্টলসহ বিভিন্ন ষ্টল পরিদর্শন করেন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনমূল্যে চশমা প্রদান

ঝিকরগাছা উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীগণের চশমা প্রাপ্তি

সাইটসেভার্স এর সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ও শিমুলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত বিভিন্ন স্কুলের ২১ জন শিক্ষার্থীকে চক্ষু বিষয়ক বিভিন্ন চিকিৎসা উত্তর চশমা প্রদান করা হয়েছে। বছরের শুরুতে অত্র এলাকার বিভিন্ন স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। সাইটসেভার্স এর সহায়তায় সংস্থার কমিউনিটি হেলথকেয়ার কার্যক্রমের প্যারামেডিকগণ স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ১৭০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০০ জনকে চোখের দৃষ্টি সমস্যা চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে সাইটসেভার্স এর নিজস্ব রিফেকশনিস্ট দ্বারা ২১ জনের চুড়ান্ত চোখের দৃষ্টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। গত সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাসে চিহ্নিত ২১ জন শিক্ষার্থীকে চশমা প্রদান করা হয় যারা বেনেয়ালী হাই স্কুল, কামারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ কামারপাড়া, সেন্ট লুইস হাই স্কুলে বর্তমানে অধ্যায়নরত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য আরআরএফ সংস্থার কর্মএলাকায় কমিউনিটি হেলথকেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কোর্স

ঝিকরগাছা উপজেলায় এ্যকটিভ সিটিজেন্স প্রশিক্ষণে ব্রিটিশ কাউন্সিল এর প্রতিনিধি জনাব আব্দুস সবুর (কো-অর্ডিনেটর সোসাইটি)

বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগীতায় আরআরএফ এ্যাকটিভ সিটিজেনস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩৫০ জনকে ১০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এরই অংশ হিসাবে গত ২৫-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মেয়াদকালে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ০৫ দিন ব্যাপী " এ্যাকটিভ সিটিজেনস ইয়ুথ লিডারশীপ" প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে স্থানীয় পর্যায়ের ৩৫ জন যুবা অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল এর প্রতিনিধি জনাব আব্দুস সবুর (কো-অর্ডিনেটর সোসাইটি) প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থিত হয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন, এই সময় তার সাথে আরআরএফ এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব অরুন সরদার। এ সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি জনাব আব্দুস সবুর বিগত বছরের অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

যুবাদের নেতৃত্ব বিকাশে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশেষ প্রয়াস

সমৃদ্ধি কর্মসূচী আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে "যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে যাচাই-বাছাই করে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিটি ব্যাচে যুবক-যুবতীদের ৩০ জনের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিগত জুন ২০১৭ শেষে ২৭০ জন যুবাদের এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে অংশগ্রহনকারী যুবারা ইউনিয়নের ১২টি গ্রামে গাছে হাড়িবাধার মাধ্যমে পাখির অভায়রন্য তৈরী, বৃক্ষ রোপন, রাস্তাঘাট মেরামতের মাধ্যমে এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রেখেছে।

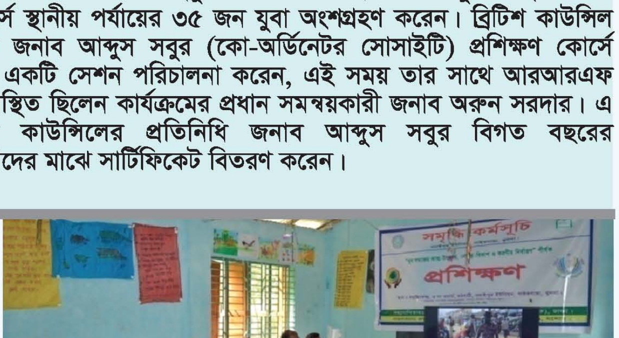

সরকারী কর্মকর্তাগণ স্পন্সরশীপ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

স্পন্সরশীপ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কালিগঞ্জ উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আইনাল হক

গত জুলাই ২০১৭ মাসে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খুলনা জনাব নিবেদিতা চাকমা আরআরএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্পন্সরশীপ কার্যক্রম এর আওতায় খুলনা জেলার কর্মকান্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। একই সময়কালে প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঝিনাইদাহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কালিগঞ্জ উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আইনাল হক। ৮টি জেলায় চলমান স্পন্সরশীপ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ডসমূহ ও হিসাব-নিকাশ এর স্বচ্ছতা, উপকারভোগীদের কাছে জবাবদীহিতা ও এর কার্যকারীতাসমূহ যাচাই করার জন্য নিয়মিতভাবেই সরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা এই প্রকল্প পরিদর্শন করেন। স্পন্সরশীপ ফর চিলড্রেন এডুকেশন প্রকল্পটি দাতা সংস্থা চ্যালিস কানাডা এর আর্থিক সহযোগীতায় ১৯৯৮ সাল থেকে আরআরএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৮টি জেলার ১২ উপজেলার ২৮৪৬ টি অতিদরিদ্র ও অবহেলিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

হ্যাবিটেট এর সহযোগীতায় অতি দরিদ্র ৫৫ টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হয়েছে

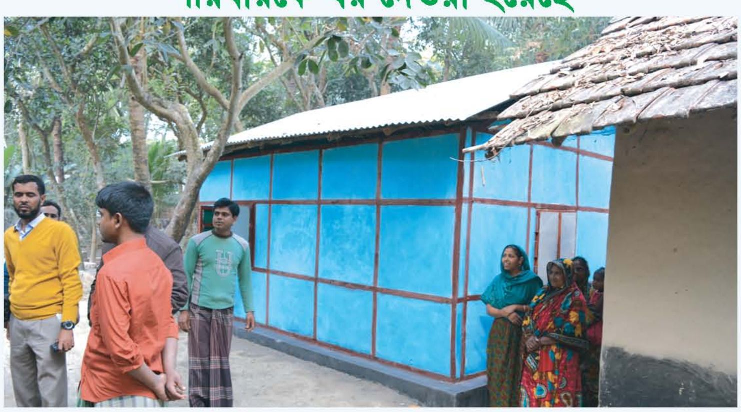

অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রদত্ত বিশেষ প্রযুক্তির ঘর

বিগত মার্চ'২০১৬-জুন'১৭ সময়কালে সাতক্ষীরা জেলার সদর এবং কালীগঞ্জ উপজেলায় ও বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় ৫৫ টি অতি দরিদ্র পরিবারকে নতুন ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন উপকূলীয় অঞ্চলে হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় "Improving water, sanitation, hygiene and housing situation of vulnerable Rishi communities", "Building disaster resilient communities through participatory approach for safe shelter awareness (PASSA) and improving access to WASH fcilities" Ges "Improving the lives of seafarer by building a more disaster resilient community" তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া অতি দরিদ্র জনগোষ্টির গৃহায়নের চাহিদা পূরনের মাধ্যমে তাদের নিরাপদ আশ্রয়,নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়:নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। প্রকল্পে নিরাপদ পানির ব্যবহার,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করে জনগোষ্টির মধ্যে স্বাস্থ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সচেতনত্ বৃদ্ধি করেছে। এ সময়কালের মধ্যে নতুন ঘর ছাড়াও ৫৫টি পরিবারের ঘরের চালা মেরামত এবং ২৩৪ টি পরিবারে নতুন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৬০ টি পরিবারে লবনাক্ত পানি বিশুদ্ধ মিষ্টি পানিতে পরিনত করার সোলার সিস্টেম,৩০ টি জেলে পরিবারে গভীর সমুদ্রে ব্যবহার উপযোগী ৩০ টি মোবাইল ও লাইফ জ্যাকেট প্রদান করে তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরন করা হয়েছে।

ফিমার্ক এর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ফিমার্ক একটি আন্তর্জাতিক নেটওর্য়াক ও প্লাটফর্ম যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে গ্রামীন কৃষকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট ফোরাম দক্ষিনাঞ্চলের বিভিন্ন এনজিওদের নিয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক যা ফিমার্ক এর সহযোগী হিসাবে বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পন্ন করে। আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস এই নেটওয়ার্কের সভাপতি হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করেন। ফিমার্ক এর বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) গত ০৭-০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে যশোরের রামনগরে অবস্থিত নিজস্ব ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার-এ দুইদিন ব্যাপী "পিপল লেড ডেভেলপমেন্ট প্রোসেস" বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করে। দক্ষিনাঞ্চলের বিভিন্ন এনজিওদের নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক "বাংলাদেশ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম" (বিএসডিএফ) পক্ষে নেটওয়ার্কের সভাপতি আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় মোট ২০ টি এনজিও-র প্রধান নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। কর্মশালার ২য় দিন অর্থাৎ ০৮ এপ্রিল নেটওয়ার্কের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যশোর জেলায় আরআরএফ এর রামনগরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফিমার্ক কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করছেন ফিমার্ক এর সেক্রেটারী জেনারেল জর্জ ডিক্রুন ফার্নান্ডেজ

কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত

সংস্থার স্টাফ ডেভেলপমেন্ট ও প্রশিক্ষণ বিভাগ বিগত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সময়কালে সংস্থার চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমে কর্মরত ২২৪ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সংস্থার মাইক্রোফাইনান্স কার্যক্রমের ৬১ জন সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার কে ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ, ২৪ জন শাখা হিসাবরক্ষককে হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ, ৬৯ জন জুনিয়র ক্রেডিট অফিসার কে ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ, ৪২ জন সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার ও হিসাবরক্ষককে মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মূলত সংস্থার কার্যক্রমকে সম্প্রসারন, কার্যক্রমের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ ও স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ চাহিদার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

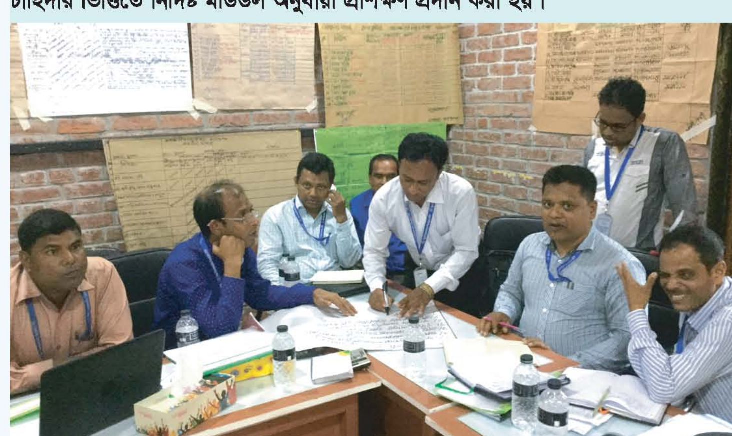

ঋণ কার্যক্রমের কর্মকর্তাবৃন্দ আরআরএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

টি-৬৪ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এর সরকারী কর্মকর্তাগনের আরআরএফ পরিদর্শন

টেলিকমিউনিকেশন ষ্টাফ কলেজ, গাজীপুর ঢাকায় চলমান সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের ১২ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণির গ্রেজেটেড কর্মকর্তাদের একটি দল যারা টি-৬৪ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহনকারী। কোর্সের অংশ হিসাবে ৮ সপ্তাহ মেয়াদী মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিগত ২১ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে আরআরএফ প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে নিবিড় আলোচনা করেন। যশোর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দীন এই কার্যক্রমের সার্বিক তদারকী করেন।

টি-৬৪ প্রশিক্ষণের সরকারী অংশগ্রহণকারীদের সাথে আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ বিশ্বাস ও উপ-নির্বাহী পরিচালক পিংকু রীতা বিশ্বাস এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গোলটেবিল আলোচনা "শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০১৭"

আরআরএফ এর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে শিক্ষা বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ বিশ্বাস, সরকারী কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ

মানসম্পন্ন শিক্ষার পক্ষে সচেতনতা বাড়াতে এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন পৃথিবী জুড়ে ১৮৯টি দেশে কাজ করছে। বরাবরের মত গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠন রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবি সংস্থা, শিক্ষক ও জনপ্রতিনিধি প্রভৃতির সাথে সম্মিলিতভাবে ২৩-২৯ এপ্রিল, ২০১৭ "শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল এ্যকশন সপ্তাহ উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো " সবার জন্য শিক্ষা, শিক্ষার জন্য সবাই, বাস্তবায়নের এখনই সময়", যা মূলতঃ জাতিসংঘের গৃহীত টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (SDG) এর ৪র্থ লক্ষ্য কে ফোকাস করা।

উল্লেখিত বিষয়াবলী ও উদ্যোগের অংশ হিসাবে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠন রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) এর যৌথ আয়োজনে গত ২৬ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় যশোর জেলার সি এন্ড বি রোড, কারবালাস্থ আরআরএফ এর প্রধান কার্যালয়স্থ সম্মেলন কক্ষে এক সংক্ষিপ্ত গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় শিক্ষা প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষক সংগঠক, সাংবাদিক, অভিভাবক, বিভিন্ন পেশাজীবি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলার বিশিষ্ট সমাজ সেবক, শিক্ষাবিদ ও চাঁদের হাট এর সভাপতি জনাব তারাপদ দাস। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সঞ্চালন করেন রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন এর সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফিলিপ বিশ্বাস।

কর্মহীন এবং অবকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন

কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বি-স্কিলফুল কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারীগণ।

আরআরএফ সুইস কন্টাক্ট ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আর্থিক সহযোগীতায় যশোর জেলায় বিগত ০১ মে, ২০১৭ তারিখ থেকে বি-স্কিলফুল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারী ও পুরুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে, শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়েও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়। আরআরএফ ইতোমধ্যে ১২০ জনকে টেইলরিং, বিউটিফিকেশন, মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান, জুট ব্যাগ, কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং এর উপর বিভিন্ন মেয়াদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আরআরএফ এর আইসিটি কর্মকর্তার সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ

সিঙ্গাপুর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ সেশনে উপস্থাপন করছেন আরআরএফ এর আইসিটি বিভাগের ডাটাবেজ এডমিনিস্টেটর মোঃ নজরুল ইসলাম

বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ এর অধীনে যেসকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান SEIP প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, সেইসব প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ জনের একটি রিসোর্স টিম সিঙ্গাপুর এর নানেয়াং পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনাল (NYPi) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত Web Design and Web Development এর উপর ২৩ জুলাই থেকে ৫ আগষ্ট ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত Training of Trainers (ToT) Program for Bangladeshi TVET Trainers কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ এই প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করে। আরআরএফ এর পক্ষ থেকে আইসিটি বিভাগের ডাটাবেজ এডমিনিস্টেটর মোঃ নজরুল ইসলাম উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্কুল ফিডিং কার্যক্রম এর চুক্তি নবায়ন করেছে

চুক্তিনামা হাতে আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মানিত যুগ্ম সচিব ও কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক জনাব রাম চন্দ্র দাস

২০০১ সাল থেকে বিভিন্ন জেলায় রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন দরিদ্র পীরিত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কার্যক্রমের প্রথমভাগে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগীতায় বর্তমানে যশোর, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলায় স্কুল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ৩০ জুন ২০০১৭ তারিখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। বিগত ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে আরআরএফ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে ২৪ জুলাই-২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদের নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিনামা অনুযায়ী যশোর জেলার চৌগাছা ও সদর উপজেলা, নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলা ও বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলার মোট ১০৬৬ টি স্কুলের ১৮৪৭০৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। চুক্তিনামা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরআরএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মানিত যুগ্ম সচিব ও কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক জনাব রাম চন্দ্র দাস। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধীদপ্তরের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন কার্যক্রমের ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম চৌধুরী, কার্যক্রমের এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মোঃ ফরহাদ আলম এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মোঃ আব্দুল মান্নান।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় উৎসবের নতুন বস্ত্র বিতরণ

নতুন ঈদ বস্ত্র বিতরণ করছেন সংস্থার সহকারী নির্বাহী পরিচালক জনাব এ্যান্টনি বিশ্বাস এবং প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান জনাব ম্যানিলা বিশ্বাস

রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন নিজস্ব অর্থায়নে যশোর জেলার ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলায় প্রবীণ কল্যান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় যশোর ঝিকরগাছা উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে দীপ্ত বয়স্ক কাব এবং শার্শা উপজেলার উলশীতে লাইটহাউস বয়স্ক কাবের মাধ্যমে স্থানীয় ৬০ উর্ধ্ব বয়সী সকল নারী পুরুষ বিভিন্ন ধরনের সেবা যেমন- বিনামূল্যে সাপ্তাহিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ, দৈনন্দিন নাস্তা, বিভিন্ন খেলার উপকরণ, বিশ্রামের ব্যবস্থা, টিভি, পিকনিক, ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি। এরই অংশ হিসাবে বিগত ২১ জুন, ২০১৭ তারিখে দীপ্ত ও লাইট হাউস বয়স্ক কাবের মুসলিম সদস্যদের মাঝে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে এবং ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মাঝে দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে নতুন উৎসব বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বস্ত্র বিতরণ করেন সংস্থার সহকারী নির্বাহী পরিচালক জনাব এ্যান্টনি বিশ্বাস এবং প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান জনাব ম্যানিলা বিশ্বাস।

প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমে শিশুদের স্কুল উপযোগী করা হচ্ছে

সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে যশোর, ঝিনাইদাহ ও মেহেরপুর জেলায় আরআরএফ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সরকারী কারিকুলাম অনুসরন করে ১৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক প্রি-স্কুল এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আরআরএফ এর নিজস্ব স্কুল বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ এর ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় মূলত এই স্কুলগুলোর মাধ্যমে ৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের শিখন শেখানো কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৪৪৭ জন শিশু এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে অধ্যায়নরত আছে। শিখন শেখানো কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে যা শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়ক।

বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ স্কুলের বালিকা ফুটবল দলের প্রতিযোগীতামূলক খেলায় অংশগ্রহন

আরআরএফ পরিচালিত বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ যশোর স্কুলের বালিকা ফুটবল দল

গত আগষ্ট ২০১৭ মাসে যশোর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস আয়োজিত আন্তঃস্কুল বালিকা ফুটবল প্রতিযোগীতায় আরআরএফ পরিচালিত বর্ণমালা বিদ্যাপীঠ যশোর স্কুল অংশগ্রহন করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মননের বিকাশের জন্য সংস্থা পরিচালিত স্কুলগুলো নানান সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া তথা বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কাজে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহন করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য আরআরএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে যশোর, মেহেরপুর ও ঝিনাইদাহ জেলায় মোট ৭টি স্কুলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলগুলোতে প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে স্কুল গুলো শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আরআরএফ এর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাগণ আরআরএফ এ বিভিন্ন মেয়াদে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেন। মূলতঃ আরআরএফ-এর উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ, ব্যবস্থাপনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থা ও কার্যক্রমের ভূমিকা ও যৌক্তিকতা, কর্মকান্ড বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, কেস স্টাডিসহ বিভিন্ন বিষয়সমূহ সরেজমিনে পদিরদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে ইন্টার্নস শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা তাদের পরিকল্পনামাফিক টার্মস পেপার, রিপোর্ট ও ষ্টাডি সম্পন্ন করেন। সংস্থায় এ যাবৎ ৩২০ জন বাংলাদেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইন্টার্নসশিপ সম্পন্ন করেছেন। সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাসে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর সরকারী সিটি কলেজ, যশোর পলিটেকনিস ইন্সিটিউট, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম এইড এর ৭০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ইন্টার্নসশীপ কোর্সে শিখনরত আছেন।

চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার মুগডাল যাচ্ছে জাপানে

পিকেএসএফ এর ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার মাসুম সরকার, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশনের সহকারী নির্বাহী পরিচালক জনাব এ্যান্টনী বিশ্বাস, ম্যানিলা বিশ্বাস, ইনচার্জ, প্রশাসন ও মানবসম্পদ

চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহের উৎপাদিত মুগডাল কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করল জাপানি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান গ্রামীন ইউগ্লেনা। ৩০ মে, ১৭ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার আশাতলা গ্রামে এ ক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। কৃষকদের কাছ থেকে জাপানি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধি নাজমুচ ছায়েদাত, ডেপুটি ম্যানেজার, এডমিন এবং মনিটরিং, মাহাদী হাসান, একজিকিউটিভ. মুগডাল সংগ্রহের কাজ উদ্বোধন করেছেন। এ সব সংগ্রহকৃত মুগডাল জাপানে মুগ অংকুরিত করার মাধ্যমে সালাদ হিসাবে ব্যাপক জনপ্রিয়। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এর অর্থায়নে, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের, PACE প্রকল্পের সহযোগিতায় রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার মোট ১০টি উপজেলায় ১০০০০কৃষক মুগডাল উৎপাদন ও বাজার জাতকরন প্রকল্পের কাজ করছে, যার অংশ হিসাবে বিগত ৩০ মে ২০১৭ থেকে ০১ জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ০৩ দিন ব্যাপী ঝিনাইদাহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ০৩টি উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে জাপানি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী দামে বারি মুগ- ০৬ ক্রয় করেন। ক্রয় অনুষ্ঠানে উপস্িত ছিলেন পিকেএসএফ এর ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার মাসুম সরকার, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশনের সহকারী নির্বাহী পরিচালক জনাব এ্যান্টনী বিশ্বাস, ম্যানিলা বিশ্বাস, ইনচার্জ, প্রশাসন ও মানবসম্পদ, জনাব শামীম উদ্দীন, প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব শাহনাজ বেগম প্রমুখ। পরবর্তী ২য় ফেজে ১৬-১৮ জুন ২০১৭, একই এলাকায় প্রায় ২য় হারভেস্টিং বারি মুগ -৬ গ্রামীন ইউগ্লেনা কৃষকদের কাছ থেকে কালেকশন পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করে।

আরআরএফ এর নতুন সংযোজন "সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি"

সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-চর্চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু-কিশোরসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ- এর সহায়তায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যশোর জেলার সদর, ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলায় গত আগষ্ট ২০১৭ মাস থেকে কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিগত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে যশোর সদর উপজেলার নতুন উপশহর ইউনিয়নে অবস্থিত উপশহর বালিকা বিদ্যালয়ে "চিত্রাংকন ও হাতের লেখা" প্রতিযোগীতার মাধ্যমে এই কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব ফিলিপ বিশ্বাস, আরও উপস্থিত ছিলেন উপশহর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, যশোর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা, যশোর উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক, এবং যশোর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্মানিত যুগ্ম সম্পাদক মহোদয়।

আরআরএফ ভবন

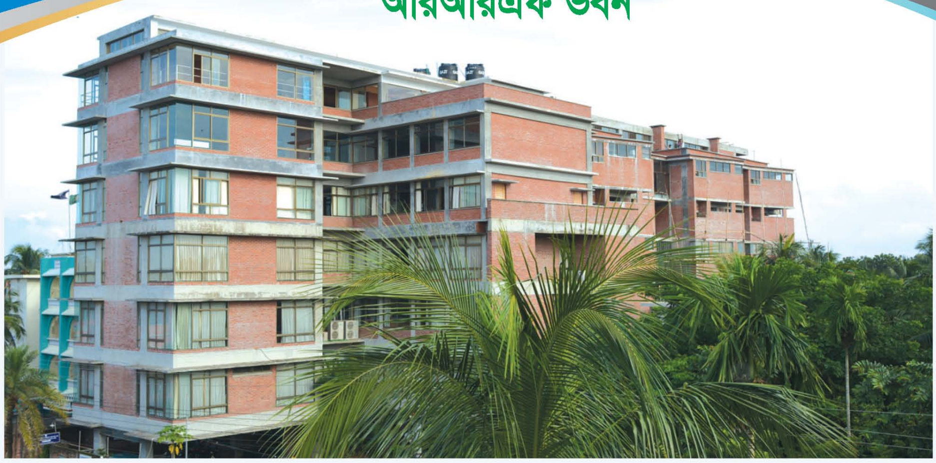

আরআরএফ ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার

প্রকাশনায় ঃ নির্বাহী পরিচালক, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন, আরআরএফ ভবন, সি এন্ড বি রোড, কারবালা, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ +৮৮-০৪২১-৬৬৯০৬, ৬৫৬৬৩ মোবাঃ +৮৮-০১৭২৭-৬৭৯০৩৬, ফ্যাক্স ঃ +৮৮-০৪২১-৬৮৫৪৬
email: admin@rrf-bd.org, website: www.rrf-bd.org